ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ২০তম সংখ্যা

১৬ কার্তিক ১৪২৩, ৩১ অক্টোবর ২০১৬

উপাচার্যের সাথে বিজেপি সহ-সভাপতির বৈঠক

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি'র সহ-সভাপতি ড.বিনয় প্রভাকর সহস্রাবুদ্ধে এমপি গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলী এমপি এবং ত্রিপুরা বিজেপি'র সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব। এসময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা-নেত্রী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময় করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিজেপি নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সরকার, জনগণ ও গণমাধ্যমের সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতার কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

পরে, বিজেপি সভাপতি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, ভবন ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০তম জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে বিজেপি'র সহ-সভাপতি বাংলাদেশ সফর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জগন্নাথ হল 'স্মৃতি অক্টোবর' স্মারক স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাবি শোক দিবস পালিত

শোক দিবস আমাদের দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা উদারতা এবং মানবিকতার তাগিদ দেয়-উপাচার্য

ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যে সকল ছাত্র, কর্মচারী ও অতিথি নিহত হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে সকাল ৬:০০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে সকাল ৭:৩০টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শোক মিছিল সহকারে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জগন্নাথ হল 'স্মৃতি অক্টোবর' স্মারক স্তম্ভে গমন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে জগন্নাথ হল অক্টোবর স্মৃতিভবনস্থ টিভি কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায়

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

উপাচার্য সকাশে আসামের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশে সফররত আসাম গণপরিষদের নেতা ও আসামের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহন্ত-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২১ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- মূখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহন্ত-এর স্ত্রী সাবেক এমপি ও ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জয়শ্রী গোস্বামী মোহন্ত এবং এজিপি পার্টির কার্যনির্বাহী সদস্য ও রাংগিয়া জেলা সভাপতি মি. ধ্রুবজ্যতি শর্মা। উপাচার্যের বাসভবনস্থ অফিসে অত্যন্ত আনন্দঘন ও অন্তরঙ্গ পরিবেশে প্রতিনিধিদলের সাথে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের এডভোকেট হোসনে আরা বাবলি এমপি, ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাজী ফারুক হোসেন প্রমুখ।

সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদল তাঁদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের বাইরে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক হৃদয়ের সম্পর্ক। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁদের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলেও তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য বৃটিশ ভারতের সময় প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-চেতনা বিকাশের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। তিনি আলোকপাত করেন বৃটিশ ভারত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উত্তরাধিকার এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির চিত্র। ভারতে এই অঞ্চল তথা আসামের জীবনাচরণ, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার পরম্পরা বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে অত্যন্ত নিবিড় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মূখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহন্ত-এর স্ত্রী সাবেক এমপি অধ্যাপক ড. জয়শ্রী গোস্বামী তাঁর বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত বেশ কিছু প্রকাশনা ও গ্রন্থ উপাচার্যকে প্রদান করেন।

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি'র সহ-সভাপতি ড.বিনয় প্রভাকর সহস্রাবুদ্ধে এমপি গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলী এমপি।

রাসায়নিক অস্ত্র বিষয়ক বিশেষ বক্তৃতা

কোন সন্ত্রাসী গ্রুপ যেন রাসায়নিক দ্রব্য না পায়, সে ব্যাপারে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে - উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে "Past Successes and Future Challenges for Global Chemical Disarmament" শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অর্গানাইজেশন ফর দি প্রোহিবিশন অফ কেমিক্যাল উইপনস (ওপিসিডাব্লিউ)-এর মহাপরিচালক আহমেদ উজুমজু বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আব্দুল আজিজ এবং রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, রাসায়নিক অস্ত্র মুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে সকল বিজ্ঞানী তথা রসায়নবিদকে সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এর প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন দিতে হবে। রসায়নবিদদের বিবেকের কাছে অঙ্গীকার করতে হবে যে, রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে তারা কোন গবেষণায় লিপ্ত হবেন না। রাসায়নিক প্রযুক্তি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, কোন সন্ত্রাসী গ্রুপ যেন রাসায়নিক দ্রব্য না পায়,

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশে সফররত আসাম গণপরিষদের নেতা ও আসামের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহন্ত-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২১ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য বাসভবনস্থ অফিসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের "বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট"-এর সহযোগিতায় দুদিনব্যাপী 'Anthropology, Adaptation and Resilience in Climate Change Regime' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২২ অক্টোবর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়েছে।

নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হাসান আল শাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বেরেসফোর্ড এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের (বিসিসিটি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ইঞ্জিনিয়ার জ্ঞানরঞ্জন শীল। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ড. আতিক রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ 'বাঁধন'-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। এ উপলক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এক র‍্যালির উদ্বোধন করেন। এতে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি শোক দিবস পালিত

১ম পৃষ্ঠার পর

অংশগ্রহণ করেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য পঙ্কজ নাথ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট মোল্লা আবু কাওসার ও সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন কর্মকার, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি পান্না লাল দত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিটের আহ্বায়ক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জগদীশ চন্দ্র শুক্লদাস, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, কর্মচারী সমিতির সভাপতি আবদুল কাদের, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং আলোচনা সভা সঞ্চালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান।

উপাচার্য প্রথমেই দুর্ঘটনায় নিহত ছাত্র ও অতিথিদের প্রতি শদ্ধা এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, "১৫ অক্টোবর শোক দিবস আমাদের দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, উদারতা এবং মানবিকতার তাগিদ দিয়ে যায়। এই দিবসের তাৎপর্য আমাদের কাছে অত্যন্ত কার্যকর, ১৫ই অক্টোবর এই শোক দিবস শিক্ষা দেয় দুর্যোগ সতর্কতার জন্য, তাই এই দিবসকে বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষণ দিবস হিসেবে আমরা অভিহিত করে থাকি।

শোক দিবস উপলক্ষে উপাসনালয় ও মসজিদসমূহে প্রার্থনা সভা ও নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত, নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে রক্তদান কর্মসূচি, সন্ধ্যায় জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ অজয় রায়ের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

বামপন্থী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অজয় রায়-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বাংলাদেশের প্রগতিশীল আন্দোলন, সংগ্রাম সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং এক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব অজয় রায়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশের সামাজিক আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তাঁর অবদান দেশবাসী স্মরণ রাখবে।

উপাচার্য মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অজয় রায়ের জন্ম ১৯২৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে। তাদের পারিবারিক বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার বনগ্রামে। ১৯৪৮ সালে মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ থেকে বি কম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীকালে কারাবন্দী থাকা অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, পহেলা বৈশাখ উদযাপন, মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রচলন, উদীচী, ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কালজয়ী কার্যক্রমের অন্যতম সংগঠক হিসেবে তিনি ছিলেন সামনের সারিতে।

উল্লেখ্য, অজয় রায় গত ১৭ অক্টোবর ২০১৬ নগরীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি দুই মেয়ে, এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গত ১৯ অক্টোবর ২০১৬ বুধবার তাঁর কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রামে নিজ ভিটায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

অধ্যাপক রোকেয়া বেগমের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রোকেয়া বেগম-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২২ অক্টোবর ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রোকেয়া বেগম নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইনস্টিটিউটের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক রোকেয়া বেগম ১৯৪৭ সালের ১ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে, ১৯৯৫ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে এবং সর্বশেষ ২০০৪ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১২ সালের ৩০ জুন তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪টি।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক অধ্যাপক রোকেয়া বেগম ২২ অক্টোবর ২০১৬ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক মেয়ে ও এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ক-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির ক-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল গত ২৫ অক্টোবর ২০১৬ প্রকাশ করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রশাসনিক ভবনস্থ কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফল প্রকাশ করেন। এ সময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, ফার্মেসী অনুষদের ডিন ও ক-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আজিজ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ইমদাদুল হক, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ২১ অক্টোবর ২০১৬ শুক্রবার এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তিচ্ছু মোট ৯০ হাজার ৪২৪জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৮৩ হাজার ৫৮২ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১১ হাজার ৩৩০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ক-ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা রয়েছে ১ হাজার ৭৪৫টি। পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের admission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইটে জানা যাবে। তাছাড়া, যে কোন অপারেটরের মোবাইল ফোন থেকে DU KA <roll no> টাইপ করে ১৬৩২১ নম্বরে send করে ফিরতি SMS-এ ফলাফল জানা যাবে।

পাশকৃত শিক্ষার্থীদের আগামী ৮ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ওয়েবসাইটে বিস্তারিত ফরম ও বিষয় পছন্দক্রম ফরম পূরণ করতে হবে।

চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা অনুষদভুক্ত ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল গত ১৯ অক্টোবর ২০১৬ প্রকাশ করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রশাসনিক ভবনস্থ কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফল প্রকাশ করেন। এসময় চারুকলা অনুষদের ডিন ও চ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক নিসার হোসেন, অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভর্তিচ্ছু মোট ১০ হাজার ২৪৮জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৮ হাজার ৪২১জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২০৮জন উত্তীর্ণ হয়েছে। চ-ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা রয়েছে ১৩৫টি।

মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিনের মরদেহে উপাচার্যের শ্রদ্ধা নিবেদন

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন-এর মরদেহে গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে হেমায়েত উদ্দিনের কথা উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে হেমায়েত বাহিনীর প্রধান হেমায়েত উদ্দিন জাতির কৃতী সন্তান। তিনি নিজের লাভ লোকসানের কথা চিন্তা না করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাজ করেছেন। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। এদেশের মানুষ সারাজীবন তার মুক্তিযুদ্ধের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

তিনি মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তাঁকে 'বীর বিক্রম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ২২ অক্টোবর ২০১৬ শনিবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে ঢাকার মিরপুর ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে হেমায়েত উদ্দিন মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদের ৭৫তম জন্মোৎসব পালিত

গত ১৯ অক্টোবর ২০১৬ পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে পালিত হলো অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদের ৭৫তম জন্মদিবস। একইসঙ্গে তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে উন্মোচন করা হয়েছে 'ড. সফিউদ্দিন আহমদ-এর ৭৫তম জন্মদিনে' শীর্ষক একটি স্মারক পুস্তিকা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কবি নির্মলেন্দু গুণ, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফাদার বেঞ্জজামিন ডি কস্তা, ড. আনোয়ারুল্লাহ ভূইয়া, অধ্যাপক আফরোজা নাহার রাশেদা, 'কবি সংসদ বাংলাদেশ'র আহ্বায়ক ঢালী মোহাম্মদ দেলোয়ার প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'কবি সংসদ বাংলাদেশ'র সদস্য-সচিব তৌহিদুল ইসলাম কনক।

কোন সন্ত্রাসী গ্রুপ যেন

(১ম পৃষ্ঠার পর) সে ব্যাপারে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। পৃথিবীকে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানোর জন্য উপাচার্য ওপিসিডাব্লিউ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

ওপিসিডাব্লিউ-এর মহাপরিচালক আহমেদ উজুমজু তার বক্তৃতায় আধুনিক বিশ্বকে রাসায়নিক অস্ত্রমুক্ত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নতুন অস্ত্র তৈরী বন্ধে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে নজরদারি বাড়াতে হবে।

ব্র্যাক-মন্থন পুরস্কার পেল ঢাবি টেলিমেডিসিন কার্যক্রম

প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসা সেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম' "ব্র্যাক-মন্থন ডিজিটাল ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৬" লাভ করেছে। ই-হেলথ ক্যাটাগরীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ পরিচালিত টেলিমেডিসিন কার্যক্রম এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। গত ৮ অক্টোবর ২০১৬ হোটেল র‍্যাডিসনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টেলিমেডিসিন কার্যক্রমের পরিকল্পনাকারী এবং বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিদ্দিক-ই-রব্বানীর হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। এ সময় টেলিমেডিসিন কার্যক্রমের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এই পুরস্কার লাভের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতে অনুষ্ঠেয় দক্ষিণ এশিয়া মন্থন পুরস্কার ২০১৬-এর জন্য মনোনয়ন পাবে।

প্রসঙ্গত, টেলিমেডিসিন বা 'দূর থেকে চিকিৎসা' ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করে গ্রামীণ জনগণের কাছে এই সেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ। কম্পিউটারে ভিডিও কনফারেন্সের পাশাপাশি বিভাগের তৈরি ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ, ইসিজি ও ফুসফুসে বায়ু চলাচল পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর শরীরের আরও তথ্য ডাক্তার দূর থেকেই পেয়ে যান। সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রেসক্রিপশন তৈরি করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রামীণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। এই পদ্ধতিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ রোগীকে উন্নত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে মাঠ পর্যায়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় এই প্রকল্প আরও জোরদার করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক

(১ম পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী বলেন, উন্নত বিশ্বে শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট বিরূপ জলবায়ুর শিকার হতে হচ্ছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। তবে এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করছে। এর ফলে দুর্যোগের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার একটি সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে নিজস্ব সক্ষমতায় বিভিন্ন দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলা করছে বাংলাদেশ। কোনো ধরনের বিদেশী সাহায্য ছাড়াই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় সফল হয়েছে এ দেশের মানুষ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায়ও বাংলাদেশের এ অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে এ শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলোকেও ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা, কৌশল ও মতামত উপস্থাপন করা হবে। সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন দেশ ও দেশের বাইরের প্রায় চার শতাধিক শিক্ষক, গবেষক, উন্নয়নকর্মী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

গ্রীসের পররাষ্ট্র সচিব

গ্রীসের পররাষ্ট্র সচিব প্যারাসকেভোপাউলোস গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন ভারতে নিযুক্ত গ্রীসের রাষ্ট্রদূত পানোস ক্যালোজেরোপাওলোস এবং ডেপুটি চিফ অব মিশন আলিকি কাউতসুমিতোপাউলো।

অনুষ্ঠানে গ্রীসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো: জসীম উদ্দীনসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশ এবং গ্রীসের মধ্যে বিরাজমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করাসহ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রীসের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় তারা দু' দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশ এবং গ্রীসের শিক্ষা পদ্ধতি নিয়েও তারা মত বিনিময় করেন।

পরে, উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক গ্রীসের পররাষ্ট্র সচিব এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন।

নেপালের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ধন বাহাদুর ওলী গত ১৯ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী দিলি আচার্য্য।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেপালের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত নেপালের শিক্ষার্থীদের অধিকহারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে উপাচার্যের সহযোগিতা চান। নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সফরের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ঢাকা সফর এবং সফরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি জনবক্তৃতা আয়োজনের বিষয়ে তারা মতবিনিময় করেন।

ভারতীয় অধ্যাপক

ভারতের বান্ডেলখান্ড ইউনিভার্সিটি ঝানসি-এর স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার এবং কমার্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফ্যাকাল্টি-এর ডিন, ট্যুরিজম এন্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট'র অধ্যাপক সুনীল কে. কাবিয়া গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান এবং ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আহসানুল আলম।

সাক্ষাতকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের বান্ডেলখান্ড ইউনিভার্সিটি-এর মধ্যে পর্যটন ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাজ্য, শ্রীলংকা, নেপাল ও মালদ্বীপের নৃ-বিজ্ঞানীগণ

যুক্তরাজ্য, শ্রীলংকা, নেপাল ও মালদ্বীপের প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানীদের ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হলেন- যুক্তরাজ্যের ইলিওনা অট্রাম খলিলি, শ্রীলংকার এস জি সেনালঙ্কাধিকারা, আর এম এস সঞ্জিবনী, ডি আর পি সন্ধ্যানায়েকে, এম এ ডি সামানমালী, আর এম বি মাধুবান্তি, নেপালের ড. নির্মল কুমার এবং মালদ্বীপের ড. শাহাব সাব্বির।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হাসান আল শাফী এবং অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্য, শ্রীলংকা, নেপাল ও মালদ্বীপের নৃ-বিজ্ঞানীগণ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত "Anthropology, Adaptation and Resilience in Climate Change Regime" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশ সফর করেন।

অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধিদল

অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেস এন্ড ল'-এর ডিন অধ্যাপক ড. লি ডি মিলিয়া'র নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি ডিন অধ্যাপক ড. জুলিয়ান টেইচার এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিজনেস প্রোগ্রামের প্রধান অধ্যাপক ড. এজাজ আহমেদ।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেস এন্ড ল'-এর মধ্যে যৌথ আন্তার-গ্র্যাজুয়েট ও পিএইচ ডি প্রকল্প চালুসহ বিভিন্ন একাডেমিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল

যুক্তরাষ্ট্রের কুইনিপিয়াক ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক ড. ম্যাথিউ এল. ও'কনর এর নেতৃত্বে দুই-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য হলেন- একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এলাহী।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তারসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কুইনিপিয়াক ইউনিভার্সিটির মধ্যে বিজনেস স্টাডিজ বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে আলোচনা করেন।

জাইকা প্রতিনিধি

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর সিনিয়র প্রতিনিধি হিতোশি আরা গত ২৬ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। জাইকা প্রতিনিধি জানান, জাপান সরকার সে দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানে আগ্রহী। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সেদেশে বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকুরীর সুযোগ থাকবে বলেও তিনি উপাচার্যকে অবহিত করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

মেক্সিকো'র কনসাল জেনারেল

বাংলাদেশে নিযুক্ত মেক্সিকো'র কনসাল জেনারেল ফয়সাল খান গত ২৬ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেক্সিকো'র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় বাংলাদেশ এবং মেক্সিকো'র মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক দল আদান-প্রদান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে তারা মত বিনিময় করেন।

মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের শিক্ষাবিদদ্বয়

মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়-এর ফ্যাকাল্টি অব ইকোনমিক্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন-এর ডিন অধ্যাপক ড. নূর আজিনা ইসমাইল গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় থাইল্যান্ডের নারেসুয়ান ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ড. ভিছায়ানান রথানানউইবুনসম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে মত বিনিময় করেন। এসময় ব্যবসায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ গবেষণা কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

গ্রীসের পররাষ্ট্র সচিব প্যারাসকেভোপাউলোস গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন ভারতে নিযুক্ত গ্রীসের রাষ্ট্রদূত পানোস ক্যালোজেরো-পাওলোস এবং ডেপুটি চিফ অব মিশন আলিকি কাউতসুমিতোপাউলো। পরে, উপাচার্য অতিথিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন।

মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়-এর ফ্যাকাল্টি অব ইকোনমিক্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন-এর ডিন অধ্যাপক ড. নূর আজিনা ইসমাইল গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর সিনিয়র প্রতিনিধি হিতোশি আরা গত ২৬ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ভারতের বান্ডেলখান্ড ইউনিভার্সিটি ঝানসি-এর স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার এবং কমার্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফ্যাকাল্টি-এর ডিন, ট্যুরিজম এন্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট'র অধ্যাপক সুনীল কে. কাবিয়া গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেস এন্ড ল'-এর ডিন অধ্যাপক ড. লি ডি মিলিয়া'র নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ধন বাহাদুর ওলী গত ১৯ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

যুক্তরাজ্য, শ্রীলংকা, নেপাল ও মালদ্বীপের প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানীদের ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কুইনিপিয়াক ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক ড. ম্যাথিউ এল. ও'কনর এর নেতৃত্বে দুই-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ঢাবি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক

দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গত ১৩ অক্টোবর ২০১৬ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শাহ্ কামাল স্ব স্ব পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রিয়াজ আহমদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ইন্টার্ণশিপ করার সুযোগ পাবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণার জন্য মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দুর্যোগ কবলিত এলাকায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করবে এবং গবেষণার ফলাফল মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। দেশে দুর্যোগ প্রশমনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া দেশে দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন এ ধরণের উদ্যোগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

ব্যবসা ও অর্থনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

মানুষের সমতা ও মর্যাদা রক্ষায় সকলকে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উদ্যোগে "Business and Economics" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৫ অক্টোবর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল "Reinventing Business for the 21st Century." উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

ঢাবি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ও প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটির প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. বার্নাডিন ভ্যান গ্রামবার্গ, যুক্তরাজ্যের এসেক্স ইউনিভার্সিটির বিজনেস স্কুল-এর ডিন অধ্যাপক ড. জিওফরে টি উড এবং যুক্তরাষ্ট্রের টাফ্‌টস্ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. পার্থ এস ঘোষ সম্মেলন বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের কো-চেয়ার অধ্যাপক ড. এম সাদিকুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিশ্ব মানবতার কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সারাবিশ্বে মানুষের সমতা ও মর্যাদা রক্ষায় সকলকে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দারিদ্র ও সমৃদ্ধির মধ্যে বিরাজমান দূরত্ব ঘোচাতে হবে। গণতন্ত্র, সমতা, উদারতা, শান্তি, মানবাধিকার, দারিদ্র বিমোচন, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন তথা মানবতার সার্বিক কল্যাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও কুয়েতের শতাধিক শিক্ষক ও গবেষক এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন।

গত ২৮ আগস্ট ২০১৬ ঢাবি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে নব-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক লাউঞ্জ উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদসহ অনুষদের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উদযাপিত

পরিবারের ছেলে এবং মেয়ের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে হবে-উপাচার্য

গত ১১ অক্টোবর ২০১৬ 'আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস-২০১৬' উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ এবং সেভ দ্যা চিলড্রেন এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা। অতিথি বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ প্রমিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সালমা খাতুন ও এভারেস্ট আরোহী বাংলাদেশের প্রথম নারী নিশাত মজুমদার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সেভ দ্যা চিলড্রেন এর গ্লোবাল ক্যাম্পেইন এডভাইজার টনি

মাইকেল গোমেজ। জাতিসংঘ ঘোষিত কন্যাশিশু দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'কন্যাশিশুদের অগ্রগতি মানে লক্ষের অগ্রগতি'।

অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহার শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতিথি বক্তারা তাদের সাফল্যের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন প্রতিকূলতার কথা তুলে ধরেন, পাশাপাশি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণাও দেন। শামসুন নাহার হলের তিন জন শিক্ষার্থী কন্যা হিসেবে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালমা খাতুন ও নিশাত মজুমদারকে সফলতার উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'। তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষের মাঝেই অপার সম্ভাবনা রয়েছে, অভাব শুধু সুযোগের। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মেয়েরা ঢাকায় এসে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করছে যা গর্বের বিষয়। দিবসটির তাৎপর্য অনুধাবনের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি আরও বলেন, কন্যাশিশুদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। সামাজিক সমস্যা ব্যক্তিগত নয়, তাই একার পক্ষে তা সমাধান করাও সম্ভব নয়। প্রতিরোধ, প্রতিবাদ ও প্রতিহত করার মাধ্যমে সামাজিকভাবেই এই সমস্যা সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে হবে। পরিবারের ছেলে এবং মেয়ের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে হবে। সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যেতে হবে এবং একটি সমস্যার দশটি বিকল্প সমাধান বের করতে হবে। সমস্যা সমাধানে শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তাই মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত নারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেওয়ার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে দিবস উপলক্ষে সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রকাশিত স্মারক সংকলনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। আলোচনা শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শামসুন নাহার হল বিতর্ক প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হলে চার দিনব্যাপী 'উইমেন্স ন্যাশনালস-২০১৬' বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল বিতর্ক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-এই তিনটি ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিতর্ক যুক্তিবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায়। বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তির ভিত্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই যুক্তিবাদী ও আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি আরও বলেন, বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে তরুণদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, জঙ্গিবাদের উত্থান মোকাবিলা করতে হবে। নিজেদের পাশাপাশি, আশেপাশের মানুষ এবং পুরো বিশ্ববাসীকে পথ দেখাতে হবে। সেটি হবে অবশ্যই যুক্তির মাধ্যমে। কারণ, যুক্তির মধ্যেই স্বপ্ন বেঁচে থাকে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বিতর্ক এমন একটি চেতনা যা দিয়ে নারীকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বিতর্ক যুক্তিকে, মেধাকে প্রদীপ্ত করে। যুক্তির মাধ্যমে একটা সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একজন মানুষ যদি বিবেকবান হয় তবে বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে সে সমাজকে জাগ্রত করতে পারে। প্রজন্মের জায়গা তৈরি করতে যুক্তি ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে নিতে হবে।

হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি সানজিদা বিন আলম যুথীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে আরও বক্তব্য রাখেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা, রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন, শামসুন নাহার হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর ও হলের খণ্ডকালীন শিক্ষক লুকনা ইয়াসমিন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি আবু রায়হান খান শানন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রিয়া মন্ডল।

বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্বে স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল। কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল।

উল্লেখ্য, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তিনটি পর্যায়ের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫